প্রিয় নাবীর জন্ম রমাদানের এ মাসেই

মূল

ইসমাইল রেহান হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী

২ । ইসমাইল রেহান হাফিযাহুল্লাহ

লেখক: ইসমাইল রেহান হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদক: নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী

প্রকাশক: হিলাল বিন দুলাল গাযী

প্রকাশনী: মিদরাস

যোগাযোগ: ০১৩৩১০৭১৫১২ (Whatsapp)

দাওয়াহ সাইট:

ফেসবুক পেইজ: https://www.facebook.com/midraas

টেলিগ্রাম চ্যানেল: https://t.me/midr_as

হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল:
https://whatsapp.com/channel/০০২৯Vb৮eqda৩LdQRilhJ৫u০৫

গুগল সাইট: https://sites.google.com/view/midraas/

সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি "মুসলিম উমমাহর ইতিহাস" নামক গ্রন্থের ২৫১ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠায় অবস্থিত দুইটি টীকার সংকলন।

নাবীজির জন্মতারিখ নিয়ে আলোচনা

নাবী ﷺ এর জন্মদিন সর্বসম্মতিক্রমে সোমবার ছিল। সহীহ হাদীসে নাবী ﷺ নিজে বলেন, ذاك يوم ولدت فيه 'এদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।' [সহিহ মুসলিম- ২৮০৪, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ইসতিহবাবি সাউমি সালাসাতি আইয়ামিন মিন কুল্লি শাহর]

এর উপরও সকলেই একমত যে, বছরটি হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর ছিল। হজরত কায়েস বিন মাখরামা থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। [সুনানু তিরমিজি- ৩৬১৯, মুসনাদ আহমাদ- ১৭৮৯১]

যদিও এই হাদিসের সনদ যয়িফ। কিন্তু কাবাস বিন আশআম রদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিআল্লাহু আনহু থেকে ঐ হাদিসের সমর্থনে বর্ণনা পাওয়া যায়। [আলআহাদ ওয়াল মাছানি: ৯২৭ ইবনে আব্বাস থেকে, মুসনাদ বাযযার: ৪৭৬২]

এ হিসেবে উপর্যুক্ত হাদীসটিকে হাসান ধরে নেওয়া যায়। অপরদিকে ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، واستنبئ يوم الإثنين، وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الإثنين

'অর্থাৎ নাবী কারীম ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, সোমবারে মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরতের জন্য বের হন। সোমবারে মাদীনায় আগমন করেন। নাবী কারীম ﷺ সোমবার ইনতেকাল করেন। সোমবারে হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।' [মুসনাদ আহমাদ- ২৫০৬]

এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে যয়িফ। কারণ সনদে ইবনে লাহীআ রয়েছে। সর্বোপরি উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, নাবীর জন্ম হস্তীবর্ষের সোমবারে হয়েছে। ইবনে লাহীআর রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হলে তো হিজরত, নবুওয়াত, ওফাতের তারিখও এই তারিখই হয়। অপরদিকে ইমাম যুহরী রহ. মাদীনায় আগমনের তারিখও ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার উল্লেখ করেছেন। [তারিখুত তাবারি- ২/৩৯৩] ইমাম তাবারি রহ. এর বক্তব্য হলো, এসব বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। [তারিখুত তাবারি- ২/২৯৩]

নাবীজি কোন মাস এবং কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন– এ বিষয়ে হাদীসের কিতাবসমূহে কোন যয়িফ হাদিসও বর্ণিত হয়নি।

হ্যাঁ, ইতিহাস ও সিরাতগ্রন্থে কিছু যয়িফ বর্ণনা এসেছে। কিছু সনদ মুনকাতি, কিছু সনদবিহীন। একটি সনদও সহীহ কিংবা হাসান পর্যায়েও পৌঁছে না। সামনেই আমরা এগুলোর সনদসহ আলোচনা দেখতে পাব।

উপরন্তু সনদের স্তর উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ঐতিহাসিক দিক থেকেও এগুলোর কোনো মূল্য নেই। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, ঐসব রেওয়ায়েত দিয়ে শরিয়তের কোনো মাসআলা প্রমাণ করা যাবে না।

ফলে নবীজির জন্মের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নির্ধারণ করে একটি শরিয়তসম্মত উৎসবের মর্যাদা দেওয়ার এবং সেদিনকে জাঁকজমকভাবে পালন করার সুযোগ নেই।

যেহেতু এই তারিখগুলো যন্নি (আনুমানিক), কাতয়ি বা অকাট্য নয়; তাই কেউ যদি এই তারিখগুলো অস্বীকার করে, তা হলে তার দীন ও ঈমানের মধ্যে বিন্দুমাত্র কমতি আসবে না।

৬ ।ইসমাইল রেহান হাফিযাহুল্লাহ

এবার আমরা নবীজির জন্মতারিখ সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থগুলো থেকে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব।

এক.

১২ রবিউল আওয়াল

ক.

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৩ হিজরী) মুহামমাদ বিন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিজরী) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে ইসহাক বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫৮]

কিন্তু ইবনে ইসহাকের সিরাতগ্রন্থে তার এই বক্তব্যটি আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের অন্য কোনো কিতাবে পেয়েছেন, যা আমাদের কাছে নেই। অথবা এই রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাক থেকে কোনো মাধ্যমে নিয়েছেন। সর্বোপরি ইবনে হিশাম উক্ত রেওয়ায়েতটির সনদ উল্লেখ করেননি। কেবল 'ইবনে ইসহাক বলেছেন'- এটুকু বলেই থেমে গেছেন। এই রেওয়ায়েতটিই বাইহাকি, হাকিম, তাবারিও উল্লেখ করেছেন। সবারই ইবনে ইসহাক পর্যন্ত এসে তাদের সনদ শেষ হয়ে গেছে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- ১/৭৪; মুসতাদরাক- ৪১৮৭; তারিখুত তাবারি- ২/১৫৬]

সর্বাবস্থায় রেওয়ায়েতটি যয়িফ ও মুনকাতি সাব্যস্ত হয়। আর তিনশ শতাব্দীতে এসে তা অধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যাবে না। কারণ, প্রথম শতাব্দীর রাবি সম্পূর্ণ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

খ.

হাফিয ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার বরাতে হযরত জাবির ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। এদিনই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। এদিনই তাঁকে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানো হয়। এদিনই তিনি হিজরত করেন এবং ইনতেকাল করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৫]

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ নিজেই এর সনদ মুনকাতি বলেছেন (আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে উক্ত রেওয়ায়েতটি পাইনি এবং অন্যকোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থেও তার সন্ধান মেলেনি)।

গ.

মা'রুফ বিন খারবুজ মাক্কী (মৃত্যু ১৫১ হিজরী) থেকে একটি মুনকাতি বর্ণনা রয়েছে। এতে তিনি ১২ রবিউল আওয়ালকে নাবীজির জন্মতারিখ বলেছেন। [তারিখে দিমাশক- ৩/৬৯, ৭০]

দুই.

১২ রমাদানুল মুবারক

ক.

হাফিজ ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ জুবাইর বিন বাক্কার (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি) এর সূত্রে তার একটি বক্তব্য উল্লেখ করেন, যার দ্বারা মা আমিনার গর্ভধারণ শুরু হয়েছে আইয়ামে তাশরিকে, ৯ মাসের গর্ভধারণ সময়সীমা

সমাপ্ত হয় রমাদান মাসে এবং ১২ রমাদান জন্ম হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৬]

এই বক্তব্যটি আল্লামা আবদুল আজিজ হামাবি এবং আল্লামা মাকরিযি উভয়ই উদ্ধৃত করেছেন। [আলমুখতাসারুল কাবির ফি সিরাতির রাসুল, পৃষ্ঠা ২২, ইমতাউল আসমা, মাকরিযি- ১/৬]

স্মর্তব্য, জুবাইর বিন বাক্কার একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবি, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধর। ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে কঠোর জারহ (আপত্তি) রয়েছে। কিন্তু জুবাইর বিন বাক্কার-এর ব্যাপারে তেমন জারহ নেই। কেবল আল্লামা সুলাইমানি তাকে জারহ করেছেন আর এটা সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যাত। এ ছাড়া সবই তার তাওসিক বা নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে বক্তব্য। হাফেজ জাহাবি রহিমাহুল্লাহ তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, 'আল্লামা, হাফিজ (হাদিস) মক্কার কাজি ও আলেম' -[সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১২/৩১১-৩১৫]।

জুবাইর বিন বাক্কারের নির্ভরযোগ্যতার আলোচনার দ্বারা উক্ত হাদিসটি সহিহ কিংবা হাসান বানানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সনদের মধ্যে ইনকিতা পাওয়া যাওয়ার দরুন ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের মতো যয়িফ রয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হলো, এই রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের স্তরেই আছে, তা বর্ণনা করা।

খ.

জুবাইর বিন বাক্কারের রেওয়ায়েতের সমর্থনে হাফেজ ইবনে আসাকির ভিন্ন এক সনদে শুয়াইব বিন শুয়াইব তার পিতা এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে এসেছেন মহররমের আশুরাতে এবং রমজান মাসের ১২ তারিখে সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।' কিন্তু এর সনদের মধ্যে দুজন দুর্বল রাবি আছেন,

একজন মুহাম্মদ বিন উসমান (বিন আবি শাইবা -মৃত্যু ২৯৭ হিজরি)। কিছু মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাকে যয়িফ এবং মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বলে কঠোর জারহ (সমালোচনা) করেছেন [মিযানুল ইতিদাল- ৩/৬৪২]। দ্বিতীয়জন মুসাইয়িব বিন শারিক (মৃত্যু ১৮১ হিজরি), তিনিও যয়িফ। [মিযানুল ইতিদাল- ৪/১১৪]

তিন.

১ রবিউল আওয়াল

ইমাম ফাকিহি নিজের সনদে ইবনে আব্বাস রদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবীজির জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই হয়েছে ১ রবিউল আওয়ালে। [আখবারু মক্কা, ফাকিহি- ৩/৩৮৪] এই রেওয়ায়েতটি খুবই দুর্বল। কারণ, তার সনদে মুআল্লা বিন আবদুর রহমান নামের একজন রাবি, তাকে কাজ্জাব বা মিথ্যুক বলা হয়েছে। [আযযুআফাউল কাবির, উকাইলি- ৪/২১৫]

চার.

২ রবিউল আওয়াল

ওয়াকিদি আবু মা'শার মাদানি (মৃত্যু ১৭০ হিজরি) থেকে ২ রবিউল আওয়ালের বক্তব্য উল্লেখ করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১০১] এর সনদও মুনকাতি (দুর্বল)। কারণ, আবু মা'শার মাদানি একজন দুর্বল রাবি। [তাকরিবুত তাহযিব- জীবনী নম্বর ৭১০০]

১০ । ইসমাইল রেহান হাফিযাহুল্লাহ

পাঁচ.

৮ রবিউল আওয়াল

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ নিজের সনদে মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আলবারা (মৃত্যু ২৯১ হিজরী) থেকে নাবীজির জন্ম ৮ রবিউল আওয়ালে হয়েছে মর্মে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। [আলমুনতাজাম- ২/২৪৬]

এর সনদও সুস্পষ্ট মুনকাতি। ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরী) উপর্যুক্ত দুটি বক্তব্য তথা ২ ও ৮ই রবিউল আওয়াল- এর কথা কোনো সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ৮, ৯]

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ আল্লামা ইবনে কুনফুজ (মৃত্যু ৮১০ হিজরী) ৮ রবিউল আওয়াল-এর তারিখকে প্রাধান্য দিয়ে লেখেন, অধিকাংশ লোকই ৮ তারিখকে বিশুদ্ধ বলেছেন।' [উসিলাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪]

এ ছাড়া বহু বক্তব্য রয়েছে, যেমন- ১৭ তারিখ ইত্যাদির কথাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সবকটিই পরিত্যাজ্য। প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলো আমরা আলোচনা করেছি। ১২ রবিউল আউয়ালের বক্তব্যটি অধিকাংশ সিরাত গবেষকরা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশামের অনুকরণে লিখেছেন। ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ এটাকেই জুমহুরের (অধিকাংশের) বক্তব্য বলেছেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৫]

অন্যদিকে রেওয়ায়েতের চেয়ে যুক্তির উপর অধিক নির্ভরকারী পঞ্জিকা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ইতিহাসবিদদের নিকট ১২ রবিউল আওয়ালের স্থানে ২, ৮ কিংবা ৯ তারিখের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাদের যুক্তি হলো, হিজরত সর্বসম্মতিক্রম ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। সে হিসেবে হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে ১২ রবিউল আওয়াল কোনোভাবেই সোমবার হয় না। কিন্তু ২, ৮ কিংবা ৯ তারিখগুলো কোনো না কোনোভাবে ঐদিনের সাথে মিলে যায়। রমজানুল মুবারকে জন্মের বিষয়টি কোনোভাবেই

যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ সনদের বিচারে এটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের স্তরে। হাফেজ ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনার সমর্থনে উল্লেখ করেন যে, নাবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় রমজানুল মুবারকে। আর নবীজির বয়স তখন চল্লিশ বছর ছিল।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৬] সে হিসেবে জন্মের ঠিক চল্লিশ বছর পূর্বে রমজানুল মোবারক মিলে যাবে।

রবিউল আওয়াল এবং রমজানের বক্তব্যের কোনটি অধিক অগ্রগণ্য?

এখন প্রশ্ন হলো, রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারকের বক্তব্যের কোনটি অধিক প্রাধান্য পাবে? মূলত এর মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। আমরা যদি মাক্কী- মাদানী পঞ্জিকার পার্থক্য সামনে রেখে হিজরতের ৫৫ বছর পূর্বের হিসাব মেলাই, তা হলে জন্মের বছর দুই স্থানে গিয়ে পৃথক পৃথক পঞ্জিকাতে রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মোবারক দেখা যাবে।

আলী মুহামমাদ খানের পঞ্জিকা মোতাবেক প্রথম স্থান- ১৩ রমজান মাদানি= ১৩ রবিউল আওয়াল মাক্কি হয় ১৯ নভেম্বর ৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। আর দ্বিতীয় স্থান- ১০ রমজান মাদানী= ১০ রবিউল আওয়াল মাক্কী হয় ১৩ মে ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। [তাকউয়িমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ১১৫]

কিছু ওলামায়ে কেরাম উপর্যুক্ত দুটি তারিখের প্রথমটিকে এবং অন্যরা দ্বিতীয়টিকে নাবীজির জন্মতারিখ সাব্যস্ত করেন। ইখতিলাফের কারণ নিয়ে একটা সংশয় হয় যে, রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারকের প্রবক্তাদের মধ্যে কে মাক্কি এবং কে মাদানি পঞ্জিকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

নাবীজির জন্মতারিখ ঘাঁটাঘাঁটি করে ইবনে হাবিবের একটি বক্তব্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। তার এই বক্তব্য অনুযায়ী জন্মতারিখ মহররমের জুমাবার শুরু হয়। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১০]

১২ । ইসমাইল রেহান হাফিযাহুল্লাহ

এই তারিখ ধরা হলে ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ মাদানী রমজান (মাক্কী রবিউল আওয়াল) এবং ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী ১২ মাদানী রমজান (মাক্কী রবিউল আওয়াল) সোমবার হয়।

তবে আমার (লেখকের) মতে এ বিষয়ে আরো তাহকিক ও গবেষণা দরকার। উপর্যুক্ত তারিখগুলো প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। হিসাবে কিছু জিনিস ঠিকমতো আসে না, আবার মানুষ হিসেবে এর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। অন্যদিকে এটাও হতে পারে যে, ভুল চাঁদ দেখার কারণে তারিখ গণনাতেও ভুল হয়েছে। আমরা গণনা করে এটা তো বলতে পারব যে, কোনো এক স্থানে চাঁদ দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানের কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ, দিগন্ত এবং মৌসুমের বিভিন্ন অবস্থার কারণে চাঁদ দেখার ধরনেও প্রভাব পড়ে। যাই হোক, এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রমজান-রবিউল আওয়ালের মতানৈক্য চান্দ্র আর সৌরবর্ষপঞ্জির ভিন্নতার কারণে হয়েছে। এবার জানা প্রয়োজন চান্দ্র আর সৌরবর্ষপঞ্জির মাঝে পার্থক্য কী? এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বলব, তৎকালে নিরেট চান্দ্রবর্ষপঞ্জি ছিল না; বরং সৌরবর্ষ মোতাবেক ৩৬৫ দিন হিসেবেই দিন গণনা করা হতো। এই হিসেবে নাবীজির জন্ম ও হিজরতের মধ্যকার সময় কেবল চান্দ্রবর্ষপঞ্জির ৫৩ বছর হবে না; বরং ৫৪ বছর কয়েক মাস হবে। অথচ মক্কি পঞ্জিকা তথা সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৫৩ বছর কয়েক মাস হবে।

চান্দ্রবর্ষ হিসেবে পূর্ণ ৫৩ বছর ধরলেই নাবীজির খ্রিষ্টীয় জন্মসনের সাথে বছর- মাসের হিসাব ভুল বের হয়। ব্যাপকভাবে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল যদিও জন্মসন বলা হয়, কিন্তু শুদ্ধ হলো ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস কিংবা ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস।

এরপর পুনরায় এই আপত্তি আসে না যে, সিরাতগবেষকরা নাবীজির জন্ম বসন্তকালে হয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকেন, অথচ প্রথমযুগের রাবিদের

থেকে এই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। কারণ, কিছু মানুষ রবিউল আওয়াল শব্দ থেকে ভুল ধারণা করে যে, এ মাস বসন্ত মৌসুমে আসে। আবার কিছু মানুষ ক্যালেন্ডার হিসেব করে বসন্ত মৌসুমের কথা বাড়িয়ে দেয়। যদিও এই গণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

আমি (লেখক) নববি সিরাতের তারিখ আলোচনায় মাক্কী জীবনের ঘটনাবলি অধিকাংশই মাক্কী তথা সৌরবর্ষ মোতাবেক উল্লেখ করেছি। কারণ, তৎকালে এটিই অধিক প্রচলিত ছিল। হ্যাঁ, কোনো তারিখ যদি দলিল কিংবা সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের দ্বারা মাদানী তথা চান্দ্রতারিখও প্রমাণিত হয়, সেটা ভিন্ন কথা।

সমাপ্ত